Islami Ain O Bichar | ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
Vol. 22, Issue: 86 | submission: 2026-02-17
April-June, 2026 | Published : 2026-07-25
DOI: 10.58666/iab.v22i86.343

Practical Implementation of Islamic Education at the Primary Level of General Education in the context of the National Education Policy 2010 of Bangladesh : A Review

Md. Sowrav Ahmed*

Abstract

An education policy constitutes a state-formulated framework concerning the goals, objectives, and philosophy of a national education system, through which a nation's comprehensive educational activities are governed. Although the National Education Policy 2010 of Bangladesh was formulated with the aim of establishing a contemporary and values-based educational system, there has been insufficient research regarding the practical implementation and efficacy of Islamic Education at the primary level of the general education stream. While the National Education Policy 2010 contains a policy decision to maintain Islamic Studies as a compulsory subject for Muslim students, the policy framework lacks explicit directives concerning its practical application, structural targets, and effective implementation strategies. Consequently, it is imperative to evaluate the effectiveness of the current framework for imparting Islamic education at the primary level. This research presents a review of the inclusion, objectives, implementation framework, and empirical status of Islamic Education at the primary level in light of the National Education Policy 2010. Employing both descriptive and analytical methods, the study examines the National Education Policy 2010, the curriculum, textbooks, Key Informant Interviews (KII), and existing literature. The findings indicate that structural weaknesses, deficiencies in teacher training, and ambiguity in objective-setting are responsible for the inadequate implementation of Islamic Education within the education policy. The study underscores the significance of the effective implementation of Islamic Education in the primary general education stream and provides recommendations for necessary reforms. Through essential reforms and synchronization among the curriculum, textbooks, and teacher training, it is possible to ensure proper Islamic education for Muslim students and achieve the goals and objectives declared in the education policy.

Keywords: National Education Policy 2010, Primary Education, Islamic Education, Morality, Pedagogy

* Md. Sowrav Ahmed, MPhil Researcher, Department of Islamic Studies, University of Dhaka, Dhaka-1000. E-mail: sowrav.biu@gmail.com

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এর প্রেক্ষিতে সাধারণ শিক্ষা ধারার প্রাথমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ : একটি পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

শিক্ষানীতি হলো রাষ্ট্র প্রণীত জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও দর্শন সংক্রান্ত নীতিমালা, যার মাধ্যমে একটি জাতীয় সামগ্রিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ একটি যুগোপযোগী ও মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে প্রণীত হলেও সাধারণ শিক্ষা ধারার প্রাথমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ ও কার্যকারিতা নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা হয়নি। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক রাখার নীতিগত সিদ্ধান্ত থাকলেও নীতিমালায় এই বিষয়টির বাস্তব প্রয়োগ, কাঠামো, লক্ষ্য নির্ধারণ এবং কার্যকর বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা অনুপস্থিত। ফলে প্রাথমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষা প্রদানের বর্তমান কাঠামো কতটা কার্যকর তা মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এই গবেষণায় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে প্রাথমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি, লক্ষ্য, প্রয়োগ কাঠামো এবং বাস্তব অবস্থার একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণায় বর্ণনামূলক এবং বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি (descriptive and analytical method) অনুসরণ করে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং মূখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাতকার গবেষণা পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষানীতিতে ইসলামী শিক্ষার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতে কাঠামোগত দুর্বলতা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের ঘাটতি, লক্ষ্য নির্ধারণের অস্পষ্টতা দায়ী। গবেষণায় সাধারণ শিক্ষা ধারার প্রাথমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষার কার্যকর বাস্তবায়নের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষা ধারার প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সমন্বয়ের মাধ্যমে মুসলিম শিক্ষার্থীদের যথাযথ ইসলামী শিক্ষা নিশ্চিত করে শিক্ষানীতি ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব।

মূলশব্দ: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, প্রাথমিক শিক্ষা, ইসলামী শিক্ষা, নৈতিকতা, প্যাডাগোজী

ভূমিকা

শিক্ষা একটি জাতির সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক তথা সামগ্রিক জাতীয় চরিত্র নির্মাণ করে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা স্তর হলো এমন স্তর, যার প্রভাবে শিশুর চিন্তা, মূল্যবোধ ও আচরণ বিকশিত হয়। আজকের শিশুই আগামীর জাতীয় নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করবে। ফলে নৈতিকতা, আচরণ, দায়িত্ব সচেতন এবং চিন্তাশীল

নাগরিক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রাথমিক শিক্ষা স্তর। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের উৎস হিসেবে ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে মানবিক গুণাবলি বিকাশের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, শিক্ষানীতি ২০১০ এ প্রাথমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষার অপরিহার্যতা স্বীকার করলেও কার্যত মাদরাসা শিক্ষা ব্যতীত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষার প্রয়োগ ও উপাদানগুলো পর্যালোচনার দাবী রাখে। ইসলামী শিক্ষা দর্শন শিশু মনে গভীরভাবে প্রোথিত করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ন্যায়বান, সৎ ও দায়িত্বশীল নাগরিক গঠনে কার্যকরী ভূমিকা পালনে সক্ষম। এ প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে সার্বিক প্রক্রিয়ার একটি পর্যালোচনামূলক মূল্যায়ন ও সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

১. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে ইসলামী শিক্ষা প্রদানের প্রকৃতি ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা।

২. প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা।

৩. প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত সক্ষমতার অবস্থা মূল্যায়ন করা।

গবেষণা প্রশ্ন

১. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে ইসলামী শিক্ষা প্রদানের প্রকৃতি ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য কীরূপ?

২. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জসমূহ কী কী?

৩. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্য কতটুকু?

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি বর্ণনামূলক এবং বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির (descriptive and analytical method) ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত। গবেষণায় বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের (Content Analysis) মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপস্তক বোর্ড (NCTB) প্রণীত প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের পাঠ্যপুস্তক, গবেষণা প্রবন্ধ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতিমালা পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ প্রাথমিক স্তরকে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি এর পরিবর্তে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রার কথা বলা

হয়েছে। যেহেতু উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা এখনো কার্যকর হয়নি, সেহেতু গবেষণায় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা করা হয়েছে।এই গবেষণায় প্রায়োগিক অবস্থা মূল্যায়নের জন্য গুণগত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে Semi-Structured Key Informant Interview (KII) পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয়েছে, যা গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি মজবুত করেছে। সংশ্লিষ্টক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও পেশাগত সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে উদ্দেশ্য প্রণোদিত নমুনা নির্বাচন (purposive sampling) পদ্ধতিতে সর্বমোট ৫জন শিক্ষক প্রশিক্ষক, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের Key Informant হিসেবে নির্বাচন করা হয়। মূখ্য তথ্যদাতাদের মধ্যে একজন Primary Training Institute (PTI) এর অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক, যিনি ২০১৬ সাল থেকে কর্মরত রয়েছেন। অপর একজন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০২৩ইং সাল থেকে শিক্ষকতায় নিয়োজিত রয়েছেন। এছাড়া অপর তিনজন যথাক্রমে প্রায় ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ২০১৭ সাল থেকে দায়িত্বরত বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থার প্রশিক্ষক এবং কিন্ডারগার্টেন পর্যায়ে প্রায় ৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি Semi-Structured Interview Guide প্রস্তুত করা হয়, যেখানে পূর্বনির্ধারিত মূল প্রশ্নসমূহের পাশাপাশি উত্তরদাতার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুযায়ী অনুসন্ধানমূলক (probing) প্রশ্ন করার সুযোগ রাখা হয়। এর মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক গভীর ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। গবেষণায় মূখ্য তথ্যদাতাদের পরিচয় বিশেষ কোডে প্রদান করা হয় এবং প্রদত্ত তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা হয়। সাক্ষাৎকারগুলো ২০২৬ সালে গৃহীত হয়। সাক্ষাৎকার অনধিক ৩০ মিনিটব্যাপী সরাসরি গ্রহণ করা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নোট গ্রহণ ও অডিও রেকর্ড করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারগুলো বিষয়ভিত্তিক থিমেটিক বিশ্লেষণ (thematic analysis) পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। মূখ্য তথ্যদাতাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বিবেচনায় এবং গবেষণায় ব্যবহৃত ডকুমেন্ট এর পর্যালোচনায় গভীর মিল খুঁজে পাওয়ায় মূখ্য তথ্যদাতাদের সংখ্যা পাঁচজনে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ইসলামী শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমন কিছু গবেষণামূলক কাজ পাওয়া যায় যা মূলত জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষাক্রম বিশ্লেষণকেন্দ্রিক। এসব গবেষণায় ইসলামী শিক্ষা বিষয়টি সাধারণত সামগ্রিক ধর্মীয় শিক্ষার অংশ হিসেবে আলোচিত হয়েছে। অপর কিছু গবেষণায় কুরআন ও হাদীসের আলোকে দেখানো হয়েছেযে, ইসলামী শিক্ষা ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়ে তুলতে সক্ষম। তবে এসব গবেষণার সীমাবদ্ধতা হলো, এগুলো জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করতে পারেনি।

Sudipta Roy, Samia Huq, Aisha Binte Abdur Rob রচিত (২০২০) “Faith and education in Bangladesh: A review of the contemporary

landscape and challenges” প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে যে, বাংলাদেশে শিক্ষার বিস্তারে ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও এসব কার্যক্রমের মান, সমন্বয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক মূল্যবোধ এবং নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুতর চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় শিক্ষা লক্ষ্য, সামাজিক সংহতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য ইসলামী শিক্ষাকে আরও স্বচ্ছ ও মানসম্মত কাঠামোর মধ্যে আনতে নীতিগত ও গবেষণাভিত্তিক উদ্যোগ প্রয়োজন।

Md. Abdur Rouf রচিত (২০২১) “Ten Years of the National Education Policy in Bangladesh: Examining the Policy Directions and Implementation Gaps” প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, শিক্ষানীতিতে প্রস্তাবিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামোগত সংস্কার, শিক্ষা প্রশাসনের পুনর্গঠন, গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষক উন্নয়ন কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। বিশেষত জাতীয় শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষক নিয়োগ কমিশন গঠন, আলাদা শিক্ষক বেতন কাঠামো প্রণয়ন এবং কার্যকর নজরদারি ব্যবস্থার অনুপস্থিতি নীতি বাস্তবায়নের বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, বিষয়ভিত্তিক যোগ্য শিক্ষকের ঘাটতি, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের অভাব এবং শিক্ষক কেন্দ্রিক শ্রেণিকক্ষ অনুশীলন নীতির সাথে বাস্তবতার অসামঞ্জস্যকে স্পষ্ট করে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা, পর্যাপ্ত অর্থায়ন এবং শক্তিশালী বাস্তবায়ন কাঠামো ছাড়া শিক্ষানীতির লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। প্রবন্ধে উল্লেখিত সীমাবদ্ধতাসমূহ সমানুপাতিকভাবে সাধারণ শিক্ষা এবং ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে অন্তরায় তৈরি করছে এটা সহজেই অনুমেয়।

Muhammad Shahidullah, Dr. Tazul Islam রচিত (২০২২) “The Role Of The Textbook “Islam And Moral Education” In Molding The Students’ Characteristics, Perspective: Secondary Education In Bangladesh” প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে যে, কিছু ক্ষেত্রে পাঠের শিরোনাম ও সংশ্লিষ্ট কুরআনের আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব, আয়াত ব্যাখ্যায় নির্দিষ্ট তাফসির পদ্ধতির অনুপস্থিতি এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আয়াত সংযোজন না থাকা। “ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা” পাঠ্যবইটি বাংলাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজে শিক্ষার্থীদের নৈতিক, সামাজিক ও নাগরিক চরিত্র গঠনে একটি অপরিহার্য শিক্ষাসামগ্রী এবং এর গুণগত উন্নয়ন সাধন করা প্রয়োজন।

Md. Nazmul Islam, Al Mansor Helal রচিত (২০১৮) “Primary School Governance in Bangladesh: A Practical Overview of National Education Policy- 2010” প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, NEP-2010 এ প্রাথমিক বিদ্যালয় শাসনব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের কথা থাকলেও কার্যকর তদারকি ও অংশীজনদের স্পষ্ট ভূমিকা নির্ধারণের অভাবে নীতির বাস্তবায়ন দুর্বল রয়ে গেছে।

Mohammad Obaidullah রচিত (২০২১) “শিশু-কিশোরদের ইসলামী শিক্ষা প্রদানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন: একটি পর্যালোচনা” প্রবন্ধে বাংলাদেশে ইসলামিক

ফাউন্ডেশনের মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রাথমিক ও ড্রপ-আউট শিক্ষার্থীদেরকে কিভাবে ইসলামী শিক্ষা প্রদান করছে তার উপর বর্ণনা ও বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে।

Dr. Nayamat Ullah রচিত (২০২৩) “Islamic Education and Islamization of Education in Bangladesh” প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে যে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে Islamization of Education অনেক সময় পাঠ্যবইয়ে ধর্মীয় বিষয় সংযোজন বা নৈতিক উপদেশ যুক্ত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে, যা একটি সমন্বিত জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological) রূপান্তর নিশ্চিত করতে ব্যর্থ। তিনি জোর দেন যে প্রকৃত ইসলামায়ন কেবল বিষয়বস্তুর সংযোজন নয়; বরং শিক্ষার উদ্দেশ্য, জ্ঞান ধারণা, মূল্যবোধ ও মানবিক উন্নয়ন দর্শনের মধ্যে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সংহত করার বিষয়।

Nor Alniza Azman , Mohd Isa Hamzah and Harun Baharudin রচিত (২০২৫) “Digital Teaching Strategies of Islamic Education Teachers: A Case Study in Primary Schools” প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষায় ডিজিটাল শিক্ষণ কৌশল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও শেখার অভিজ্ঞতা উন্নত করলেও শিক্ষক দক্ষতা ও নৈতিক-আধ্যাত্মিক ভারসাম্য রক্ষার চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান।

Muhammad Nasir Uddin, Syed Md. Mahbub Zabiry, Muhammad Mofazzal Hossain Rasel, and Md. Mohi Uddin রচিত (২০২৫) “Secondary Level Textbooks and Examination Methods in the National Curriculum 2012 and 2021: A Review.” গবেষণাপত্রে বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ ও ২০২১-এর আলোকে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়ন (পরীক্ষা) পদ্ধতির কাঠামো, বৈশিষ্ট্য এবং প্রবণতাসমূহ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে ২০২১ শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত কিছু বিষবস্তুর বিতর্কিত, অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সাংঘর্ষিক দিকসমূহ সনাক্ত ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ড. শেখ সালমা নার্গিস ‘বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষা-শিক্ষাক্রম ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন’ বইতে লেখক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও শ্রেণিভিত্তিক পাঠ্যপুস্তকের বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বিশদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক ও পাঠদানে নৈতিকতার সম্পর্কিত বিষয়াবলিকে সনাক্ত ও পর্যালোচনা করেন। তবে তিনি ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের স্বরূপ এবং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার ইসলামীকরণ সংক্রান্ত কোনো আলোচনা করেননি।

উপরোক্ত সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে,‘বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর প্রেক্ষিতে সাধারণ শিক্ষা ধারার প্রাথমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ: একটি পর্যালোচনা’ শীর্ষক কোনো গবেষণা ইতিপূর্বে হয়নি। ফলে

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে সাধারণ শিক্ষা ধারার প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ইসলামী শিক্ষার বাস্তবপ্রয়োগ সম্পর্কিত একটি সমন্বিত গবেষণার অপরিহার্যতা অনুভূত হয়। বর্তমান গবেষণা সেই শূন্যতা পূরণের প্রয়াস গ্রহণ করেছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ : প্রণয়ন প্রেক্ষাপট ও দর্শন

‘জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০’ ছিল স্বাধীনতার পর প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতি, যার লক্ষ্য ছিল সবার জন্য একটি গণমুখী ও গতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এতে জাতীয় চেতনা, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণে নীতিটি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তীতে, বাংলাদেশ সরকার একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, মানবিক ও মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে প্রণীত হয় জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ ও ২০২২, যা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ধারাবাহিক সংস্কারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। শিক্ষাক্রম ২০১২ বিষয়ভিত্তিক পাঠদান ও পরীক্ষাকেন্দ্রিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় একটি সুসংহত কাঠামো প্রদান করে। তবে অতিরিক্ত পরীক্ষা ও মুখস্থ নির্ভর শিক্ষার সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ এবং এর আলোকে শিক্ষাক্রম ২০২২ প্রণীত হয়, যা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, দক্ষতাভিত্তিক ও বাস্তব জীবনমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন রূপান্তর আনা হয়। কিন্তু এই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমস্যা ও সমালোচনার কারণে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে আংশিকভাবে ২০১২ শিক্ষাক্রম অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমানে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দেশের শিক্ষা কাঠামো আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে নতুন শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের পরিকল্পনা ও কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

শিক্ষা কেবল জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যম নয় বরং এটি নৈতিকতা, শিষ্টাচার ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বিকাশের একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া। এই দর্শনের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে মানবিক গুণাবলি বিকাশের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়ায় জাতীয় শিক্ষানীতিতে ইসলামী শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি কেবল ধর্মীয় অনুভূতির প্রতিফলনই নয়, বরং এটি রাষ্ট্রীয় বাস্তবতা ও সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিক্ষানীতি ২০১০ এ সামাজিক এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ইসলামী শিক্ষা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

শিক্ষানীতির সাধারণ উদ্দেশ্যে ইসলামী শিক্ষার অবস্থান

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর সাধারণ উদ্দেশ্য হিসেবে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নৈতিক, মানবিক ও সামাজিক গুণাবলি বিকাশ ঘটানোর কথা বলা হয়েছে। একইসাথে ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধকে ব্যক্তিত্ব গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবেও বিবেচনা করা হয়েছে। যদিও শিক্ষানীতিতে সরাসরি “ইসলামী

শিক্ষা” শব্দটি সাধারণ উদ্দেশ্যে বিশদভাবে আলোচিত হয়নি, তবে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে এর নীতিগত ভিত্তি সুস্পষ্ট করা হয়।জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে- “ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।”[১] আরো বলা হয়েছে, “প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিকশিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা।”[২] সার্বিকভাবে, শিক্ষানীতিতে ইসলামী শিক্ষাকে গঠনমূলক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে, এই স্বীকৃতি মূলত নীতিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ, বাস্তবায়ন কৌশল ও কাঠামো এখানে সুস্পষ্ট নয়।

প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ইসলামী শিক্ষার অবস্থান

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, শিষ্টাচার, দেশপ্রেম ও সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। এই অধ্যায়ে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামী শিক্ষা বিষয়টি বাধ্যতামূলক রাখার সিদ্ধান্ত পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ বলা হয়েছে- “প্রাথমিক স্তর থেকে নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে।”[৩] ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা অধ্যায়ে বলা হয়েছে- “ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি, আচরণগত উৎকর্ষসাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিক মানসিকতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠন। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ : ক) প্রচলিত ব্যবস্থাকে গতিশীল করে যথাযথ মানসম্পন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান। খ) প্রত্যেক ধর্মে ধর্মীয় মৌল বিষয়সমূহের সঙ্গে নৈতিকতার উপর জোর দেওয়া এবং ধর্মশিক্ষা যাতে শুধু আনুষ্ঠানিক আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সেদিকে নজর দেয়া।”[৪]

শিক্ষানীতিতে একদিকে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক রাখা হয়েছে, অন্যদিকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এই নীতি বাংলাদেশের সংবিধানে প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে রাজনৈতিকভাবে কাঠামোগত ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ বিদ্যমান থাকা এবং ধর্মীয় সহনশীলতা চর্চার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষাকে ন্যূনতম পাঠ্য বিষয় হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে, যা শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এছাড়া নৈতিক শিক্ষার সংজ্ঞায়নের সঙ্গে ইসলামী

---

1. Ministry of Education, *National Education Policy 2010* (Dhaka: Government of the People’s Republic of Bangladesh, 2010), 1.
2. Ministry of Education, *National Education Policy 2010*, 2.
3. Ministry of Education, *National Education Policy 2010*, 6.
4. Ministry of Education, *National Education Policy 2010*, 20.

শিক্ষার সংযোগ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়নি। মাকাসিদুশ শরীয়াহ’র[৫] আলোকে, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা হিফজুদ্দীন (ধর্ম সংরক্ষণ) ও হিফজুল আখলাক (নৈতিকতা সংরক্ষণ) এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। জাতীয় শিক্ষানীতি এই সুযোগ সৃষ্টি করলেও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেনি।

শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও লক্ষ্য নির্ধারিত হলেও এর কার্যকারিতা মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল (ক) শিক্ষাক্রমের কাঠামো ও উদ্দেশ্য, (খ) পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ও উপস্থাপন পদ্ধতি এবং (গ) সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ। এই তিনটি উপাদান সমন্বিতভাবে কার্যকর না হলে ইসলামী শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ বর্ণিত ইসলাম ধর্ম শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

১. শিক্ষার্থীদের মনে আল্লাহ, রাসূল ﷺ ও আখিরাতের প্রতি অটল ঈমান ও বিশ্বাস যাতে গড়ে ওঠে এবং তাদের শিক্ষা যেন আচার সর্বস্ব না হয়ে তাদের মধ্যে ইসলামের মর্মবাণীর যথাযথ উপলব্ধি ঘটায় সেভাবে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হবে।

২. ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হবে।

৩. কলেমা, নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাতের তাৎপর্য বর্ণনাসহ ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক যথার্থভাবে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হবে।

৪. শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলি অর্জন, সৎ সাহস ও দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ এবং শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও জাতীয় চেতনায় নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলা হবে।”[৬]

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (পরিমার্জিত ২০২৫) এ ইসলাম শিক্ষা অধ্যায়ের ভূমিকায় বলা হয়েছে,

> এই শিক্ষাক্রমের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থী মহান আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করে তা নিজ নিজ পরিমন্ডলে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা করতে পারবে এবং সততা, শুদ্ধতা, পরোপকার ও ভ্রাতৃত্বের গুণাবলি অর্জনে সক্ষম হবে। শিক্ষার্থী সর্বস্তরের মানুষ, সহপাঠী, প্রতিবেশী এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল আচরণ করতে শিখবে। একই সঙ্গে প্রকৃতি, জীবজগৎ ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা

5. মাকাসিদুশ শরীয়াহ বলতে ইসলামী শরীয়তের সেই মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বোঝায়, যার মাধ্যমে মানবকল্যাণ নিশ্চিত করা এবং মানুষের ধর্ম, জীবন, বুদ্ধি, বংশধারা ও সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়। যা ইসলামী আইনশাস্ত্রের অন্যতম মৌলিক নীতিরূপে বিবেচিত।

6. Ministry of Education, *National Education Policy 2010*, 20.

> ও দায়িত্বশীল মনোভাব গড়ে তুলতে পারবে। শিক্ষার্থী নিজে এবং সহপাঠীদের সঙ্গে মিলিতভাবে সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবে। নিজ ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের মৌলিক বিষয় ও অনুশাসন সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। ফলে প্রত্যেক ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সংবেদনশীল হয়ে ভালোবাসাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহাবস্থানে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।[৭]

প্রাথমিক স্তরের ইসলামী শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) কর্তৃক প্রণীত। ইসলামী শিক্ষার পাঠ্যসূচি মূলত আকীদা, ইবাদত, আখলাক ও ইসলামী ইতিহাসের প্রাথমিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বয়স ও মানসিক স্তর বিবেচনায় রেখে আল্লাহর পরিচয়, রাসূল ﷺ এর জীবনী, নামাজ, রোজা, নৈতিক আচরণ, সত্যবাদিতা ও শিষ্টাচার সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কাঠামো নীতিগতভাবে যথার্থ হলেও বাস্তব প্রয়োগে কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়।

ক. পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশিত শিখনফল (learning outcomes) সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত নয়। শিক্ষানীতিতে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গঠনের কথা বলা হলেও ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীরা পাঠ শেষে কী ধরনের নৈতিক ও আচরণগত পরিবর্তন অর্জন করবে, তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে পাঠদান অনেক ক্ষেত্রে তথ্যভিত্তিক ও তাত্ত্বিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে।

খ. পাঠ্যক্রমে ব্যবহারিক ও জীবনঘনিষ্ঠ কার্যক্রমের ঘাটতি রয়েছে। ইসলামী শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন কিন্তু বর্তমান পাঠ্যক্রমে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত উদাহরণ, দলগত আলোচনা, আচরণভিত্তিক অনুশীলন ও মূল্যবোধমূলক কার্যক্রম তুলনামূলকভাবে কম। পাঠ্যপুস্তকের অধিকাংশ বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে বর্ণনামূলক ও মুখস্থনির্ভর পদ্ধতিতে। শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি ও নৈতিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ সীমিত। যেমন, আখলাক সংক্রান্ত অধ্যায়গুলোতে ভালো আচরণের পাঠ বিদ্যমান থাকলেও, কেন এই আচরণগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং বাস্তব জীবনে কীভাবে তা প্রয়োগ করা যায় সে বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা অনুপস্থিত। ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি পরীক্ষার পাঠ হিসেবে গ্রহণ করে, জীবনের অংশ হিসেবে নয়।

গ. কুরআন ও হাদীসের ব্যবহার সীমিত ও আংশিক। অনেক ক্ষেত্রে আয়াত বা হাদীসের পূর্ণ প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করা হয়নি। ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যাংশ মুখস্থ করলেও তার অন্তর্নিহিত শিক্ষা উপলব্ধি করতে পারে না। ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুতর সীমাবদ্ধতা, কারণ ইসলামে জ্ঞান ও আমলের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

7. National Curriculum and Textbook Board (NCTB), *National Curriculum 2021: Primary Level (Revised 2025)* (Dhaka: NCTB, 2025), 545.

ঘ. পাঠ্যপুস্তকে সমসাময়িক সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন তুলনামূলকভাবে কম। বর্তমান সমাজে শিশুদের যেসব নৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় যেমন মিথ্যা বলা, সহিংসতা, ডিজিটাল আসক্তি এসব বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি পাঠ্যপুস্তকে পর্যাপ্তভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ফলে পাঠ্যবই ও বাস্তব জীবনের মধ্যে একটি দূরত্ব তৈরি হয়েছে।

ঙ. স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে ওহিভিত্তিক জ্ঞান (Revealed Knowledge) এবং অর্জিত জ্ঞান (Acquired Knowledge)-এর শাস্ত্রসমূহের সমন্বয় সাধন করা "ইসলামাইজেশন অব নলেজ" কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়।[৮] যা বিদ্যমান পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে পর্যাপ্ত নয়।

পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা

নিচে পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে প্রাথমিক স্তর তথা প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) কর্তৃক প্রণীত ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা পুস্তকের অধ্যায় ও বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ এবং সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা হলো:

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি : ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) কর্তৃক প্রণীত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পুস্তক তালিকা থেকে জানা যায় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পুস্তক মূলত তিনটি। পুস্তক তিনটি হলো আমার বাংলা বই, English for Today এবং প্রাথমিক গণিত। ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ইসলামী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই। এ বিষয়ে শ্রেণিভেদে শিক্ষক সহায়িকা (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা) থাকলেও বাস্তবক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়ন পদ্ধতি না থাকায় কাঠামোগতভাবেই ইসলাম শিক্ষার বিষয়টি সীমিত হয়ে যায়। অথচ ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম প্রস্তুতকারক কমিটি কর্তৃক শিক্ষক সহায়িকার পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য শিক্ষা-উপকরণের কথাও বলা হয়েছে।

> "... এই শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষক সহায়িকা, পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য শিক্ষা-উপকরণ উন্নয়ন করা হবে, যা ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলে শিক্ষাক্রম কমিটি দৃঢ় প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে।"[৯]

8. Dr. Mohammad Nayamat Ullah, "Islamic Education and Islamization of Education in Bangladesh: A Critical Study." *The Chittagong University Journal of Arts and Humanities,* 35 (2019): 164.
9. National Curriculum and Textbook Board (NCTB), *National Curriculum 2021: Primary Level (Revised 2025),* 545.

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে, প্রাথমিক স্তরের শুরুতেই ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় শিক্ষানীতিতেও ছয় বছর বয়সী শিশুকে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির কথা বলা হয়েছে। এছাড়া হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সন্তানকে সালাত প্রশিক্ষণ দিতে হবে সাত বছর বয়স থেকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
>
> যখন তোমাদের সন্তানরা সাত বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দেবে এবং তাদের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন নামায না পড়লে এজন্য তাদেরকে প্রহার কর এবং তাদের (ছেলে-মেয়েদের) বিছানা পৃথক করে দিবে।[১০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

> مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا
>
> সাত বৎসর হলে শিশুদের সালাত (নামাজ) শিক্ষা দিবে আর দশ বৎসরের হলে এই বিষয়ে (প্রয়োজনবোধে) প্রহার করবে।[১১]

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা থেকেই অনুধাবণ করা যায় যে, সাত বছর বয়স থেকে সালাত প্রশিক্ষণের সাথেই মৌলিক আকীদাহ, ফিকহ ও কুরআন মাজিদ শিক্ষা দেয়া অপরিহার্য। সুতরাং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাথমিক স্তরের প্রারম্ভেই তথা ৬-৭ বছর বয়স থেকেই ইসলামী শিক্ষা প্রদানের জন্য পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কাঠামোগত সংস্কার সাধন অধিক যুক্তিযুক্ত।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকার (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা) অধ্যায় ও বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

অধ্যায়	**বিষয়বস্তু**
প্রথম	ইমান ও আকাইদ
দ্বিতীয়	ইবাদত
তৃতীয়	আখলাক
চতুর্থ	কুরআন মজিদ সহিহ করে তিলাওয়াত
পঞ্চম	রাসূলগণের জীবনাদর্শ

10. Abū Abdullah Soliman bin Asas bin Ishaq assijisttani Abū Dauad, As-*Sunan* (Beirut : Maktaba Asriyah, 1420 H), Hadith No: 495.
11. Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidhi, *As-Sunan* (Eygpt; sharikat maktabat wamatbaeat mustafaa albabi alhalabii, 1975), Hadith No: 407.

তৃতীয় শ্রেণি : ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পাঠ
প্রথম	স্রষ্টা ও সৃষ্টি	মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, ইমান এর পরিচয়, ইবাদতের পরিচয়, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব, সালাতের গুরুত্ব, সানা ও তাসবিহ, দুটি সূরা (আল-ফালাক ও আন-নাস), কুরআন তিলাওয়াত, হরকত, আসমানি কিতাব, পবিত্র কুরআন একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান, অনুশীলনী-১
দ্বিতীয়	রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবিগণের জীবনচরিত অনুসরণ	মহানবি হজরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, মহানবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ, হজরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), হজরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ, অনুশীলনী-২
তৃতীয়	নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন	নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির পরিচয়, সহমর্মিতা, উদারতা, দেশপ্রেম, অনুশীলনী-৩
চতুর্থ	ধর্মীয় সম্প্রীতি	অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক, ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি সহনশীল আচরণ, ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ, ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি সহযোগিতামূলক আচরণ, অনুশীলনী-৪
পঞ্চম	জীবজগৎ ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা	প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচয়, মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের পারস্পরিক সম্পর্ক, জীব ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ও যত্নশীল আচরণ, অনুশীলনী-৫

চতুর্থ শ্রেণি : ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পাঠ
প্রথম	আকাইদ ও ইবাদত	মহান আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ, ঈমানে মুফাসসাল, ইবাদত, সালাতের ফজিলত ও আকর্ষণ, সালাত আদায়ের নিয়ম, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, সূরা আল-ইখলাস, অনুশীলনী-১
দ্বিতীয়	নবি, রাসুল ও মহানবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবিদের জীবনচরিত	হযরত ইবরাহিম (আ.), হযরত মূসা (আ.), মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), হযরত আয়েশা (রাদিআল্লাহু আনহা), অনুশীলনী-২
তৃতীয়	নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন	ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়, উদারতা, পরোপকার, দেশপ্রেম, অনুশীলনী-৩
চতুর্থ	ধর্মীয় সম্প্রীতি	ধর্মীয় সম্প্রীতির গুরুত্ব, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান, অনুশীলনী-৪
পঞ্চম	জীবজগৎ ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা	মানব কল্যাণে সৃষ্টিজগৎ, মহান আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা, অনুশীলনী-৫

পঞ্চম শ্রেণি : ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পাঠ
প্রথম	আকাইদ ও ইবাদত	মহান আল্লাহ ও তাঁর একত্ববাদ, শিরক, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ, কুরবানি, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, সূরা আল-কাওসার, অনুশীলনী-১
দ্বিতীয়	নবি, রাসুল ও মহানবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবিদের জীবনচরিত	হযরত দাউদ (আ.), হযরত ঈসা (আ.), মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), হযরত ফাতেমা (রাদিআল্লাহু আনহা), অনুশীলনী-২
তৃতীয়	নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন	আত্মত্যাগ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, দেশপ্রেম, অনুশীলনী-৩
চতুর্থ	ধর্মীয় সম্প্রীতি	ধর্মীয় সম্প্রীতির পরিচয় ও গুরুত্ব, মদিনা সনদ ও ধর্মীয় সম্প্রীতি, অনুশীলনী-৪
পঞ্চম	জীবজগৎ ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা	জীব বৈচিত্র্যের গুরুত্ব, মানুষ ও জীবজগতের প্রতি দয়া ও ভালোবাসা, অনুশীলনী-৫

পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তুর মৌলিক সংস্কার প্রস্তাবনা

উপরিউক্ত শিক্ষক সহায়িকা এবং পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায় ও বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়,

ক. প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকার উপর ভিত্তি করে আল কুরআন, হাদিস, আকাইদ, ফিকহ, মাসনুন দুআ, তাজভীদ ও কিরাআত, নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি, সীরাত প্রভৃতি বিষয়বস্তু সংবলিতপাঠ্যপুস্তক রচনা ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলে শিক্ষাক্রম কমিটির যে প্রত্যাশা তা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

খ. তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিষয়বস্তুতে কাঠামোগত বিন্যাস ইতিবাচক হলেও বাস্তবক্ষেত্রে আল কুরআন শেখানোর পাঠ খুবই অপ্রতুল এবং শিখণ ফল অর্জনে পুরোপুরি সক্ষম নয়। ফলে সন্তানের আল কুরআন শিক্ষার জন্য অভিভাবকগণ মক্তব, হোম টিউটর বা অনলাইন কুরআন শিক্ষকের দারস্থ হচ্ছেন। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের মত হলো, প্রচলিত নুরানি পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা অধিক কার্যকরী। ফলে প্রথম শ্রেণি থেকেই কুরআন শিক্ষার ধারাবাহিক সমৃদ্ধ অধ্যায় বিন্যাস করা জরুরী।

গ. ভাষা দক্ষতা অর্জনের জন্য সকল শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে আরবী ভাষা অধ্যায় সংযোজন করা প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক সর্ম্পক, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, জ্ঞান-গবেষণা, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ, বিশ্ব সাহিত্য পাঠ, বিশ্ব ভ্রমণ প্রভৃতির জন্য ইংরেজি ভাষা দক্ষতা যেমন অপরিহার্য, তেমনি আরবী ভাষা শেখাও জরুরী। আরবী ভাষা শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সরাসরি কুরআন ও

হাদীসের সঠিক জ্ঞান অর্জনকরা সম্ভব। ইসলামী জ্ঞান জগতের বিশাল ভান্ডার থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্যও আরবী ভাষা সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া আরব বিশ্বে চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ, জ্ঞান- গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরবী ভাষার আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় ও মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম যথাক্রমে NAPE ও PTI দ্বারা পরিচালিত হয়। সংক্ষেপে এ দুইটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তুলে ধরা হলো-

১. National Academy for Primary Education (NAPE): NAPE বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন পরিচালিত জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের নীতি প্রণয়ন, কারিকুলাম উন্নয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কাঠামো ও মডিউল প্রণয়ন এবং হালনাগাদ করে। এছাড়া PTI প্রশিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসকদের জন্য Training of Trainers (ToT) আয়োজনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিত করে। ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (DPEd) সহদীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পরিকল্পনা, পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন, নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য ইন্ডাকশন ও প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও একাডেমিক কর্মশালা পরিচালনা NAPE এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।[১২]

2. Primary Training Institute (PTI) : PTI জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, যেখানে NAPE প্রণীত নীতিমালা ও কারিকুলামের আলোকে প্রাথমিক শিক্ষকদের সরাসরি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হয়। PTI নবনিযুক্ত শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (BTPT), কর্মরত শিক্ষকদের জন্য ইন-সার্ভিস ও রিফ্রেশার ট্রেনিং এবং বাংলা, গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান, ICTসহ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণ, ডেমোনেস্ট্রেশন ক্লাস, মাইক্রো টিচিং ও প্র্যাকটিকাম অন্তর্ভুক্ত থাকে।[১৩]

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, NAPE ও PTI এর প্রশিক্ষণ কাঠামোতে বিশেষায়িত ইসলামী শিক্ষা পেডাগজি, কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৌশল এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির ওপর পৃথক ও গভীর প্রশিক্ষণ এখনও অনুপস্থিত। ফলে, প্রাথমিক স্তরে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা প্রায়শই অন্যান্য শিক্ষাবিষয়ের

[12]. National Academy for Primary Education (NAPE), “Home,” accessed February 17, 2026, https://nape.gov.bd/

[13]. Directorate of Primary Education, “Home,” accessed February 17, 2026, http://www.dpe.gov.bd

তুলনায় গৌণ অবস্থানে থাকে। ইসলামী শিক্ষার সফল বাস্তবায়নে বিশেষায়িত শিক্ষক প্রশিক্ষণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

শিক্ষক সংশ্লিষ্ট সীমাবদ্ধতাসমূহ

ক. অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা প্রদানের জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নেই। সাধারণ শিক্ষকরা অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ইসলাম শিক্ষা পড়ান। ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিষয়টির গভীরতা ও শিক্ষাদান কৌশল যথাযথভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

খ. বিদ্যমান শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ নেই বললেই চলে। প্রশিক্ষণগুলো সাধারণত পাঠ্যবই শেষ করা ও পরীক্ষাভিত্তিক প্রস্তুতির ওপর গুরুত্ব দেয়; নৈতিক শিক্ষা, মূল্যবোধ গঠন ও আচরণভিত্তিক শিক্ষাদান কৌশল নিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা হয় না।

গ. অনেকাংশে ইসলামী শিক্ষাকে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করার মানসিকতা শিক্ষাদানের মান ও আন্তরিকতাকে প্রভাবিত করে, যা শিক্ষার্থীদের ওপর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ঘ. বর্তমান যুগোপযোগী প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ ও ব্যবহার শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে, যা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রায় অনুপস্থিত।

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ড. তাজুল ইসলামের প্রবন্ধে শিক্ষকদের গতানুগতিক সিলেবাসের বাহিরে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন সামষ্টিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠদানের বিকল্প সুপারিশ করা হয়েছে।

> পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকরা সাধারণত সিলেবাস ম্যানুয়াল ও টিচিং ম্যানুয়ালকে পাঠদান-শিখন প্রক্রিয়ার মৌলিক ও কাঠামোগত দিকনির্দেশনা হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। বিষয়ভিত্তিক পাঠদানে শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন শিক্ষণ-কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে। এসব কৌশলের মধ্যে রয়েছে আলোচনা ভিত্তিক পাঠদান, গল্প বর্ণনার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান, ব্যাখ্যামূলক উপস্থাপন, বিতর্ক, বক্তৃতা, অনুশীলনভিত্তিক কার্যক্রম, প্রবন্ধ রচনা, অডিও ও ভিডিও উপকরণ পর্যবেক্ষণ ও শ্রবণ, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন, অভিনয়, নোট গ্রহণ, সমস্যা সমাধানমূলক কার্যক্রম, ব্যবহারিক শিক্ষা, মাঠকর্ম, দলগত শিখন, প্রদর্শনমূলক কার্যক্রম এবং প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষণ-পদ্ধতি।[১৪]

ইসলামী শিক্ষা প্রদানে প্রাথমিক স্তরে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে অধিক কার্যকারিতা অর্জিত হতে পারে। অথচ এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত

[14]. Muhammad Shahidullah and Tazul Islam, “The Role of the Textbook ‘Islam and Moral Education’ in Molding the Students’ Characteristics, Perspective: Secondary Education in Bangladesh.” *Journal of Creative Writing*6, no. 2 (June 5, 2022), 99, https://jocw.ittc.edu.bd/index.php/jocw/article/view/68

হয়। ইসলামী শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতিতে প্রযুক্তিগত ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান অধিক চিত্তাকর্ষক, বোধগম্য ও আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা যায়। এ বিষয়ে "Digital Teaching Strategies of Islamic Education Teachers: A Case Study in Primary Schools" প্রবন্ধে বলা হয়েছে,

> ইসলামী শিক্ষায় ডিজিটাল পাঠদান একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষণ-শিখন প্রেক্ষাপটে শিক্ষকদের শিক্ষণ দক্ষতা ও পেডাগোজিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইসলামী শিক্ষায় ডিজিটাল প্রযুক্তি সংযুক্ত করার অন্যতম প্রধান সুবিধা হলো এটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতিকে অধিকতর সুদৃঢ় করতে সহায়তা করে। McGarr (2024)-এর মতে, প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় স্ব-শিখনের মধ্য দিয়ে তাদের সর্বোচ্চ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়। ডিজিটাল গেম, সিমুলেশন এবং বিভিন্ন শিক্ষণ অ্যাপ্লিকেশন এমন প্রযুক্তিগত উপকরণের উদাহরণ, যা শিক্ষার্থীদের গভীরতর চিন্তা সক্ষমতা বিকাশ এবং জটিল ধারণাসমূহের অধিকতর সম্যক অনুধাবনে সহায়ক হতে পারে। পাশাপাশি, প্রাসঙ্গিক ও বাস্তবসম্মত শিক্ষণ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়াভিত্তিক নির্দেশনা অধিকতর সমৃদ্ধ ও অর্থবহ শিক্ষণ অভিজ্ঞতা প্রদান করতে সক্ষম।[15]

Key Informant পরিচিতি

Semi-Structured Key Informant Interview (KII)

কোড	পরিচিতি
KII-1	শিক্ষক প্রশিক্ষক (পিটিআই)
KII-2	শিক্ষক (সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়)
KII-3	শিক্ষক (বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়)
KII-4	শিক্ষক ও প্রশিক্ষক (বেসরকারি)
KII-5	শিক্ষক (কিন্ডারগার্টেন)

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

Semi-Structured Key Informant Interview (KII) থেকে সংগৃহীত তথ্য থিমভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণে চারটি প্রধান থিম উদ্ভূত হয়েছে:

ক্রম	প্রশ্ন	থিম
১	১-২	নীতিগত অবস্থান ও বাস্তব প্রয়োগের ব্যবধান
২	৩-৪	পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবইয়ের কার্যকারিতা
৩	৫-৬	শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ
৪	৭-১০	মূল্যায়ন, প্রভাব ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

15 Nor Alniza Azman, Mohd Isa Hamzah and Harun Baharudin, "Digital Teaching Strategies of Islamic Education Teachers: A Case Study in Primary Schools." *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*24, no. 3 (March 2025), 564. https://ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/12713

থিম ১: নীতিগত অবস্থান ও বাস্তব প্রয়োগের ব্যবধান

Key Informant-দের অধিকাংশের মতে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ প্রাথমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষার নীতিগত অবস্থান স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকলেও বাস্তব প্রয়োগে তার পূর্ণ প্রতিফলন দেখা যায় না। কয়েকজন উত্তরদাতা মনে করেন, নীতিতে ইসলামী শিক্ষাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টিও পর্যাপ্ত নয় বরং এটি সংস্কার হওয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে ১ম ও ২য় শ্রেণিতে বিষয়টি গুরুত্বহীন পর্যায়ে বিদ্যমান রয়েছে। KII-1 বলেন,

> "পাঠ্যক্রমে ইসলামী শিক্ষা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও বাস্তবে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে তা পাঠ্যবই নির্ভর ও পরীক্ষাকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। নীতিতে যে ব্যবহারিক, আচরণভিত্তিক ও জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, তার বাস্তব প্রতিফলন শ্রেণিকক্ষে তুলনামূলকভাবে কম দেখা যায়।"

এই থিম থেকে বোঝা যায় যে নীতিগত উদ্দেশ্য ও বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ব্যবধান বিদ্যমান। বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অভাব রয়েছে।

থিম ২: পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবইয়ের কার্যকারিতা

সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশই বর্তমান প্রাথমিক ইসলামী শিক্ষা পাঠ্যক্রমকে আংশিকভাবে কার্যকর বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে, পাঠ্যবইয়ে কুরআন ও হাদিসভিত্তিক বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্তি থাকলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপ্রতুল ও মুখস্থনির্ভর। KII-1 বলেন,

> ১ম ও ২য় শ্রেণিতে পাঠ্যপুস্তক না থাকায় শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। শিশুরা ধারাবাহিক শিক্ষা পায় না। ফলে মৌলিক ধারণা, শব্দার্থ ও নৈতিক কনটেক্স গড়ে ওঠে ধীরগতিতে। বিশেষ করে প্রতিদিন স্কুলে পাঠ্যসূচি/কার্যক্রম নিশ্চিত করা কঠিন হয়।... শিক্ষকগণ প্রায়শই গল্প, স্তবক, ধর্মীয় গান বা মৌখিক ব্যাখ্যা ব্যবহার করেন। এটি ক্রিয়েটিভ হলেও পাঠ্যক্রমের নির্দিষ্ট কাঠামো/ পর্যায়ক্রম ধরে রাখতে অসুবিধা হয়।

KII-2 বলেন,

> আমাদের যে কারিকুলাম আছে, বইয়ে যে ইসলামী বিষয়গুলা আছে আমার কাছে মনে হয়েছে বাচ্চাদেরকে যদি আমরা ভালোভাবে পড়াতে পারি এটা ওদের জন্য খুবই ভালো হবে। কিন্তু দক্ষ শিক্ষক দরকার।... ইসলাম শিক্ষার জন্য যদি নিয়োগ দেয়া হয়, যেমন মাদরাসাগুলোতে গুরুত্ব দেয়া হয় ওইভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে যদি শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় তাহলে এই বিষয়গুলো আরো ভালো (উন্নত) হবে।

কয়েকজন Key Informant থেকে probing প্রশ্নের মাধ্যমে জানা যায় যে, ১ম ও ২য় শ্রেণিতে নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক না থাকায় বিভিন্ন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেন নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বা সহায়ক বইয়ের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা প্রদান করার মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ করার চেষ্টা করে থাকে।

থিম ৩: শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ

সকল Key Informant প্রাথমিক স্তরের ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ঘাটতিকে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া ইসলাম শিক্ষা বিষয়ক দক্ষতা ও আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা না থাকার বিষয়টিও তারা উল্লেখ করেন। KII-2 বলেন, "ইসলামী শিক্ষার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নাই বললেই চলে।... বাংলা, অংক, ইংরেজি, বিজ্ঞান, সমাজ বিষয়ে প্রশিক্ষণ থাকলেও ইসলাম শিক্ষার প্রশিক্ষণ হয় না।"

থিম ৪: মূল্যায়ন পদ্ধতি, শিক্ষার্থীর প্রভাব ও ভবিষ্যৎ উদ্যোগ

অধিকাংশ KII মনে করেন, বর্তমান মূল্যায়ন পদ্ধতি ইসলামী শিক্ষার নৈতিক ও চারিত্রিক লক্ষ্য পূরণে সীমিত ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থীদের আচরণ ও মূল্যবোধভিত্তিক পরিবর্তন মূল্যায়নের আওতায় আনা প্রয়োজন। সঠিক পরিকল্পনা, দক্ষ শিক্ষক, বাস্তবমুখী ও আচরণভিত্তিক শিক্ষাদান পদ্ধতি নিশ্চিত করা গেলে ইসলামী শিক্ষা শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নয়নে আরও অধিক কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলেও তারা মত দিয়েছেন। KII-1 বলেন,

> ভবিষ্যতে প্রাথমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষাকে কার্যকর করতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হলো যোগ্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইসলামী শিক্ষা (বিষয়ের) শিক্ষক তৈরি ও তাদের জন্য নিয়মিত পেশাগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। কারণ শিক্ষকই পাঠ্যক্রমের মূল বাস্তবায়নকারী; তার জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষাদান পদ্ধতির ওপর শিক্ষার গুণগত মান নির্ভর করে। এছাড়াও আধুনিক শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিশুবান্ধব, জীবনঘনিষ্ঠ ও মূল্যবোধভিত্তিক পাঠ্যক্রম উন্নয়ন, কার্যকর মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন, এবং ধর্মীয় শিক্ষাকে নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয় করা অত্যন্ত জরুরি। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ডিজিটাল কনটেন্ট, গল্পভিত্তিক শিক্ষা ও কার্যক্রমভিত্তিক শিখন পদ্ধতি চালু করলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।

অত্র গবেষণায় যদিও মূখ্য উত্তরদাতার সংখ্যা সীমিত, তথাপি অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা ও বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা গবেষণার জন্য গভীর ও প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান করেছে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০এর নির্দেশনা এবং প্রাথমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগের মধ্যকার সামঞ্জস্যতা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ নীতিনির্ধারণ ও গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।

গবেষণার ফলাফল

সার্বিকভাবে গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ প্রাথমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষার জন্য একটি নীতিগত কাঠামো প্রদান করলেও এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য পাঠ্যক্রম সংস্কার, শিক্ষক প্রশিক্ষণ জোরদারকরণ এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস অত্যাবশ্যক। নিম্নে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সংক্ষেপে তুলে ধরা হলঃ

১. প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে ইসলামী শিক্ষা প্রদানের প্রকৃতি ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য

ক. সকল স্তরে বাধ্যতামূলক ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা রাখার পাশাপাশি ধর্মভিত্তিক বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়েছে।

খ. নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ও উপাদান বিদ্যমান রয়েছে, যদিও তা ভারসাম্যপূর্ণ নয়।

গ. জীবন ঘনিষ্ঠতার প্রাসঙ্গিকতা তুলনামূলক কম।

ঘ. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে।

ঙ. শ্রেণিভিত্তিক পাঠ্যক্রম অধিকতর বিস্তৃত ও নির্দেশনামূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

চ. শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষক সহায়িকা বিদ্যমান। তবে বাস্তবক্ষেত্রে এর অনুসরণ তুলনামূলক সীমিত ।

ছ. বিষয়বস্তুর বিন্যাস- আকিদা, ইবাদত, আখলাক (নৈতিক শিক্ষা), কুরআনের সংক্ষিপ্ত সূরা, নবী-রাসূলদের জীবনাদর্শ, ধর্মীয় সম্প্রীতি ইত্যাদি।

জ. মূল্যায়ন কাঠামো- ধারাবাহিক মূল্যায়ন, লিখিত পরীক্ষা বিদ্যমান থাকলেও ব্যবহারিক মূল্যায়ন অনুপস্থিত।

ঝ. শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষক ও সময় বরাদ্দকরণের অপর্যাপ্ততা রয়েছে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের সীমাবদ্ধতাসমূহ

ক. শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশিত শিখনফল (learning outcomes) সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত নয়।

খ. পাঠ্যক্রমে ব্যবহারিক ও জীবনঘনিষ্ঠ কার্যক্রমের ঘাটতি রয়েছে।

গ. আল কুরআন ও হাদীসের ব্যবহার সীমিত ও আংশিক।

ঘ. পাঠ্যপুস্তকে সমসাময়িক সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন তুলনামূলকভাবে কম।

ঙ. "ইসলামাইজেশন অব নলেজ" কর্মসূচি বাস্তবায়নের উপাদান অনুপস্থিত।

চ. প্রাথমিক স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ইসলামী শিক্ষা প্রদানের জন্য নির্ধারিত স্বতন্ত্র পাঠ্যপুস্তকের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ছ. আল কুরআন শিক্ষাদানের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যবই ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়।

জ. আরবী ভাষা শিক্ষার কার্যক্রমের অনুপস্থিতি।

ঝ. পাঠ্যপুস্তকের ভাষাগত জটিলতা ও বিমূর্ত উপস্থাপনা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জ্ঞানীয় ও ভাষাগত বিকাশের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ঞ. ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে দর্শনগত ও পেডাগজিক্যাল সমন্বয় কাঠামো দুর্বল রয়ে গেছে।

২. ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জসমূহ

ক. নীতিমালার অস্পষ্টতা ও বাস্তবায়ন ঘাটতি: জাতীয় শিক্ষানীতিতে লক্ষ্য নির্ধারিত হলেও স্পষ্ট বাস্তবায়ন কাঠামো, পর্যায়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও ফলাফল সূচকের অভাবে নীতি ও বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়।

খ. মানসম্মত পাঠ্যপুস্তকের ঘাটতি: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও **১**ম ও ২য় শ্রেণিতে ইসলামী শিক্ষার জন্য পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যপুস্তক অনুপস্থিত, যা কার্যকর শিক্ষাদানে বাধা সৃষ্টি করছে।

গ. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক সংকট: ইসলামী শিক্ষা পাঠদানের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নেই। ফলে পাঠদান মুখস্থনির্ভর ও তাত্ত্বিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে।

ঘ. কারিকুলাম ও সময় বরাদ্দের সীমাবদ্ধতা: প্রাথমিক স্তরের কারিকুলামে ইসলামী শিক্ষার জন্য সময় বরাদ্দ তুলনামূলকভাবে কম, যার ফলে শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মূল্যবোধভিত্তিক বিকাশ যথাযথভাবে ঘটছে না।

ঙ. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার দুর্বলতা: ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে নিয়মিত মনিটরিং ও কার্যকর মূল্যায়ন ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় গুণগত মান নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

চ. পরীক্ষাকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি: ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আচরণ ও চরিত্র গঠনের বদলে পরীক্ষায় নম্বর অর্জনের বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে, যা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

ছ. অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা: অপর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, অতিরিক্ত শিক্ষার্থীসংখ্যা (overcrowding) এবং সীমিত শিক্ষাসামগ্রী শিক্ষণ-শিখন পরিবেশকে প্রভাবিত করে। ইসলামী শিক্ষার ব্যবহারিক অনুশীলন ও অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম এই প্রেক্ষাপটে ব্যাহত হয়।

জ. সামাজিক ও পারিবারিক সহযোগিতার ঘাটতি: ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা কার্যকর করতে বিদ্যালয় এবং পরিবারের সমন্বয় অপরিহার্য। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের সাথেঅভিভাবকদের সম্পৃক্ততা সীমিত; ফলে বিদ্যালয়ে শেখানো মূল্যবোধ ঘরোয়া পরিবেশে অনুসরণ করা হয় না।

ঝ. একাডেমিক তদারকি ও নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা: DPE এর তদারকি কাঠামো প্রশাসনিকভাবে কার্যকর হলেও বিষয়ভিত্তিক পেডাগজিক্যাল গাইডেন্স সীমিত, যা শিক্ষণের গুণগত মানে অসমতা সৃষ্টি করে।

ঞ. সহায়ক শিক্ষাসামগ্রী ঘাটতি: শ্রেণিকক্ষভিত্তিক সহায়ক উপকরণের স্বল্পতা শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে পাঠ্যপুস্তকনির্ভর ও শিক্ষককেন্দ্রিক করে তোলে।

ট. প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষণের অভাব: BANBEIS এর তথ্য অনুযায়ী আইসিটি অবকাঠামো ও শিক্ষক দক্ষতার অসমতা প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষণ কার্যক্রমকে সীমিত করে রাখছে।

ঠ. শিক্ষক প্রণোদনা ও পেশাগত মর্যাদা: স্বল্প প্রণোদনা, সীমিত পেশাগত অগ্রগতি ও সামাজিক স্বীকৃতির অভাব শিক্ষকদের পেশাগত দায়বদ্ধতা হ্রাস করছে।

৩. পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের সাথে পেশাগত দক্ষতার সামঞ্জস্যতা

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেও প্রাথমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যথেষ্ট দুর্বল। NAPE এর প্রশিক্ষণ কাঠামোয় ইসলামী শিক্ষা স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং এটি নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বোধের সঙ্গে সমন্বিতভাবে প্রদত্ত হয়। অন্যদিকে, PTI এ বিষয়টি পাঠ্যপুস্তক ও কারিকুলাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক ব্যবহারিক নির্দেশনা আকারে শিক্ষকদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। স্বতন্ত্র ও বিশেষায়িত ইসলামী শিক্ষা প্রশিক্ষণের অভাব থাকায় প্রাথমিক স্তরে এ শিক্ষার কার্যকর বাস্তবায়ন সীমিত পরিসরে পরিলক্ষিত হয়, যা ইসলামী শিক্ষার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানতম অন্তরায়।

Zia Ahmed (2025) প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বাড়লেও শিক্ষার্থীদের মৌলিক জ্ঞান এবং দক্ষতায় অনেক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এর প্রধান সীমাবদ্ধতা হিসেবে তিনি শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও পেশাগত দক্ষতার অভাবকে দায়ী করেন। শিক্ষকরা যথাযথ প্রশিক্ষণ না পাওয়ায় আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি ও শিক্ষাক্রম কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হন না। পাশাপাশি, শিক্ষক সমাজের পেশাগত মর্যাদা ও বেতন কম থাকায় তাদের উদ্দীপনা ও পেশাগত মান বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। লেখক মনে করেন, শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, মানসম্মত কর্মশালা এবং উন্নত শিক্ষাক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, পেশাগত মর্যাদা ও প্রণোদনা বৃদ্ধি করা প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করবে।[১৬]

সুপারিশমালা

গবেষণায় বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর প্রেক্ষিতে সাধারণ শিক্ষা ধারার প্রাথমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ পর্যালোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও কাঠামোগত সংকট সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা পেশ করা হলো:

১. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে প্রাথমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট বাস্তবায়ন কাঠামো প্রণয়ন করা জরুরী।

২. জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ এর নির্দেশনার আলোকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা।

৩. প্রাথমিক স্তরের প্রারম্ভেই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে কুরআন শেখার উপযোগী অধ্যায় সংযোজন করা এবং পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

---

16. Zia Ahmed, "Bangladesh's challenges are quality primary education, teachers and the future", *Daily Prothom Alo (English)*, October 5, 2025. https://en.prothomalo.com/opinion/op-ed/cgsj3aubjt

৪. পাঠ্যপুস্তকে আরবী ভাষা শিক্ষার ধারাবাহিক অধ্যায় সংযোজন করা প্রয়োজন।

৫. পাঠ্যপুস্তকে আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যাসহ ব্যবহারিক উদাহরণ সংযোজন করা।

৬. ইসলামী শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা এবং বিষয়ভিত্তিক ও নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা।

৭. শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও আচরণগত পরিবর্তন মূল্যায়নের জন্য কাঠামোগত এবং ব্যবহারিক মূল্যায়ন পদ্ধতির সমন্বয় করা।

৮. অভিভাবক ও সমাজে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৯. পাঠদানের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ, শ্রেণিকক্ষ ও পাঠদানের কৌশল নির্ধারণ এবং প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

১০.রাজনৈতিক ঐক্য ও উদ্যোগের মাধ্যমে আধুনিক মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান ও দর্শন অনুসরণ করে গবেষণাভিত্তিক শিক্ষানীতি এবং শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

যদিও গবেষণাটি পরিকল্পিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে, তবুও এতে কিছু সীমাবদ্ধতা বিদ্যামান রয়েছে। গবেষণায় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ বর্ণিত প্রাথমিক স্তরের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বা ইসলাম ধর্ম শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বাস্তব অবস্থার পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর সমালোচনামূলক পর্যালোচনা এবং সামগ্রিক ইসলামী শিক্ষার বিস্তারিত রূপরেখা প্রদান করা হয়নি। এটি নিয়ে অধিকতর গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

উপসংহার

এই গবেষণায় দেখা যায়, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ইসলামী শিক্ষার নীতিগত স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও তদারকি ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য তথা নৈতিক ও চরিত্র গঠন পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হচ্ছে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমে নির্দেশনা থাকলেও পাঠ্যপুস্তক বা অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়নি, যেমনটি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে ঘটেছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে নির্দেশনা থাকলেও শিক্ষক প্রশিক্ষণে ঘাটতি বা বিদ্যমান শ্রেণিকক্ষ কাঠামোতে তা বাস্তবায়ন উপযোগী নয়, যেমনটি দেখা গেছে শিক্ষানীতিতে ডিজাটালাইজেশনের নির্দেশনা থাকলেও বাস্তবক্ষেত্রে এর প্রয়োগ অসম্ভব প্রায়। অত্র গবেষণায় কার্যকর সুপারিশমালা পেশ করার মধ্য দিয়ে সংকট সমাধানে করণীয় নির্দেশ করা হয়েছে। উপর্যুক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষার কার্যকর প্রয়োগ সম্ভব হবে। সর্বোপরি রাজনৈতিক সদিচ্ছায় উদ্যোগ গ্রহণ করার মাধ্যমে আধুনিক মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান ও দর্শন অনুসরণে গবেষণাভিত্তিক শিক্ষানীতি এবং শিক্ষাক্রম প্রণয়ন শিক্ষাখাতে

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। এ প্রেক্ষিতে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ও ব্যবহারিক কাঠামোর বিন্যাসে আরো অধিকতর গবেষণা হতে পারে।

পরিশিষ্ট: KII-এর প্রশ্নমালা

১. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ প্রাথমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষার নীতিগত অবস্থান আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

২. নীতিতে ঘোষিত লক্ষ্য ও বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে সামঞ্জস্য কতটা রয়েছে?

৩. বর্তমান প্রাথমিক ইসলাম শিক্ষা পাঠ্যক্রম কতটা কার্যকর? যেখানে ১ম ও ২য় শ্রেণিতে ইসলাম শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক অনুপস্থিত।

৪. পাঠ্যবইয়ে কুরআন-হাদিসভিত্তিক বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্তি কেমন?

৫. প্রাথমিক স্তরের ইসলামী শিক্ষা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আপনি কীভাবে দেখেন?

৬. ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কোনটি?

৭. বর্তমান মূল্যায়ন পদ্ধতি (পরীক্ষা) ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য পূরণে কতটা সহায়ক?

৮. ইসলামী শিক্ষা শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নয়নে কতটা কার্যকর?

৯. জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে ইসলামী শিক্ষা উন্নয়নে কোন ক্ষেত্রে সংস্কার সবচেয়ে জরুরি?

১০.ভবিষ্যতে প্রাথমিক স্তরের ইসলামী শিক্ষাকে কার্যকর করতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ কোনটি?

Bibliography

Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī. *As-Sunan* (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1420 AH.)

Ahmed, Zia. "Bangladesh's Challenges Are Quality Primary Education, Teachers and the Future." *Prothom Alo English*, October 5, 2025. https://en.prothomalo.com/opinion/op-ed/cgsj3aubjt.

al-Tirmidhī, Muḥammad ibn 'Īsā. *As-Sunan* (Egypt: Sharikat Maktabat wa Maṭba'at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975).

Azman, Nor Alniza, Mohd Isa Hamzah, and Harun Baharudin. "Digital Teaching Strategies of Islamic Education Teachers: A Case Study in Primary Schools." *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research* 24, no. 3 (March 2025): 562–585. https://doi.org/10.26803/ijlter.24.3.27.

Directorate of Primary Education. "Home." Accessed February 17, 2026. http://www.dpe.gov.bd.

Islam, Md. Nazmul, and Al Mansor Helal. "Primary School Governance in Bangladesh: A Practical Overview of National Education Policy-2010." *International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education* 9, no. 4 (December 2018): 3917–3921. https://doi.org/10.20533/ijcdse.2042.6364.2018.0475.

Ministry of Education. *National Education Policy 2010* (Dhaka: Government of the People's Republic of Bangladesh, 2010).

Nargis, Sheikh Salma. *Bangladeshe Prathomik Sthore Naitik Shikkha-Shikkhakrom o Bidyaloye Anushilon* (Dhaka: Merit Fair Prokashon, 2015).

National Academy for Primary Education (NAPE). "Home." Accessed February 17, 2026. https://nape.gov.bd/.

National Curriculum and Textbook Board (NCTB). *Islam and Moral Education: Class 3* (Dhaka: National Curriculum and Textbook Board-NCTB, 2024).

———. *Islam and Moral Education: Class 4* (Dhaka: NCTB, 2024).

———. *Islam and Moral Education: Class 5* (Dhaka: NCTB, 2024).

———. *National Curriculum 2021: Primary Level (Revised 2025)* (Dhaka: NCTB, 2024).

Nayamat Ullah, Mohammad. "Islamic Education and Islamization of Education in Bangladesh: A Critical Study." *The Chittagong University Journal of Arts and Humanities,* 35 (2019).

Obaidullah, Mohammad. "Islamic Foundation in Offering Education to Children and Adolescents: A Review." *Islami Ain O Bichar* 17, no. 65 (2021): 169–188. https://www.islamiainobichar.com/index.php/iab/article/view/195.

Rouf, Md. Abdur. "Ten Years of the National Education Policy in Bangladesh: Examining the Policy Directions and Implementation Gaps." *Jagannath University Journal of Arts* 11, no. 2 (July–December 2021): 220–232.

Roy, Sudipta, Samia Huq, and Aisha Binte Abdur Rob. "Faith and Education in Bangladesh: A Review of the Contemporary Landscape and Challenges." *International Journal of Educational Development* 79 (2020): 102290. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102290.

Shahidullah, Muhammad, and Tazul Islam. "The Role of the Textbook 'Islam and Moral Education' in Molding the Students' Characteristics, Perspective: Secondary Education in Bangladesh." *Journal of Creative Writing* 6, no. 2 (June 5, 2022): 99–113. https://jocw.ittc.edu.bd/index.php/jocw/article/view/68.

Uddin, Muhammad Nasir, Syed Md. Mahbub Zabiry, Muhammad Mofazzal Hossain Rasel, and Md. Mohi Uddin. "Secondary Level Textbooks and Examination Methods in the National Curriculum 2012 and 2021: A Review." *Islami Ain O Bichar* 20, no. 79–80 (2025): 85–110. https://islamiainobichar.com/index.php/iab/article/view/284.